মেহেরপুরে রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

মেহেরপুরের ৫ নাম্বার ওয়ার্ড চক্রপাড়ায় ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকার রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেছেন পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

আজ শুক্রবার (২৮ জুন) বিকেলে পৌর এলাকার চক্রপাড়ায় দোয়া মোনাজাতের মাধ্যমে এই নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন তিনি।

উদ্বোধনের আগে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড আব্দুস সালাম।

প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটনের সঞ্চালনায় এসময় কাউন্সিলর আল মামুন, মুশতাক আহমেদ, আব্দুর রহিম, শারমিন আক্তার, ৫ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আল-আমিন হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান জানায়, মেহেরপুরের পৌর এলাকার ৫ নাম্বার ওয়ার্ডে চক্রপাড়ায় ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ করা হচ্ছে।

গাংনীতে নিখোঁজ বোনের খোঁজ নিতে গিয়ে দুই ভাই নির্যাতিত

কোলের দুই শিশুসহ নিখোঁজ বোনের খোঁজ নিতে গিয়ে বন জামাই ও তার পরিবারের লোকজন নির্যাতন করে তালা দিয়ে আটকিয়ে রাখার অভিযোগ উঠেছে দুলাভাইয়ের পরিবারের বিরুদ্ধে।

এ ঘটনায় ৯৯৯ কল পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম তালা ভেঙ্গে দুইজনকে উদ্ধার করেন। বর্তমানে তারা গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য

কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

আজ শুক্রবার (২৮ জুন) বেলা ১২ টার সময় ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার মহিষাখোলা গ্রামের ঈদগাহ পাড়া এলাকায়।

এঘটনায় রবিউল ইসলামের স্ত্রী রহিমা খাতুন, তার মেয়ে চতুর্থ শ্রেনীতে পড়ুয়া বৈশাখি খাতুন ও কোলের শিশু রজণী খাতুন (৫) নিখোঁজ রয়েছেন।

আহতরা হলেন, গাংনী উপজেলার জালশুকা গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকার রুহুল আমিনের ছেলে জহুলরুল ইসলাম ও আব্দুর রহমানের ছেলে আশরাফুল ইসলাম।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, গাংনী উপজেলার মহিষাখোলা গ্রামের সামছুল আলমের ছেলে গরু ব্যবসায়ী রবিউল ইসলাম প্রায় ১২ বছর আগে জালশুকা গ্রামের আব্দুর রহমানের মেয়ে রহিমা খাতুনের সাথে বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে রহিমা খাতুনের উপর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নির্যাতন চালিয়ে আসছেন স্বামী রবিউল ইসলাম। পান থেকে চুন খসতেই রহিমা খাতুনের উপর নেমে আসে অমানুষিক নির্যাতন। গতকাল দুপুর থেকে রহিমা খাতুনকে দফায় দফায় মারধরে করে আসছিলেন স্বামী রবিউল ইসলাম।

হঠাৎ আজ শুক্রবার সকালে রবিউল ইসলাম তার শশুর বাড়ি জালশুকা গ্রামে স্ত্রীকে খুজতে যান। শশুর বাড়ির লোকজনকে জানান, ভোররাত থেকে আমি স্ত্রী ও দুই মেয়েকে খুজে পাচ্ছিনা। কথাগুলো বলেই সে নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন। পরে বেলা ১১ টার দিকে আবারও শশুর বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীর খোঁজ করতে থাকেন। পরে জহুরুল ইসলাম ও আশরাফুল ইসলাম বোন ও কোলের দুই শিশুকে খুজতে রবিউল ইসলামের বাড়িতে আসেন। এসময় রবিউল ইসলাম ও তার পরিবারের লোকজন আশরাফুল ও জহুরুল ইসলামকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করতে থাকে। এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে কথাকাটাকাটি হয়। পরে রবিউল ইসলাম ও তাদের লোকজন আশরাফুল ইসলাম ও জহুরুল ইসলামকে মারধর করে একটি কক্ষে তালাবদ্ধ করে আটকিয়ে রাখেন। বিষয়টি ভুক্তভোগীরা পুলিশের ৯৯৯ কল দিলে গাংনী থানার একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে নির্যাতিতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেন। এঘটনায় এখনো কেউ মামলা দেইনি। মামলা দিলে তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম বলেন, ৯৯৯ কল পেয়ে পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে দুইজনকে উদ্ধার করেন। পরে তাদের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা

হয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক সীমা বিশ্বাস জানান, আহতদের শরীরে মারের দাগ রয়েছে। জহুরুল ইসলামের পায়ে ধারাল অস্ত্রের মারের ক্ষত রয়েছে। তাকে এক্সরে করতে বলা হয়েছে।

মেহেরপুরে ‘জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২’ আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ

মেহেরপুরে জনশুমারি ও গৃহ গণনা ২০২২ এর জেলা রিপোর্ট আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। একই সাথে বিবিএস প্রকাশিত প্রথম ডিজিটাল জনশুমারি ও গৃহ গণনা ২০২২ শীর্ষক পুস্তকের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১ টার সময় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে পুস্তকটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

জেলাভিত্তিক প্রতিবেদন অনুযায়ী মেহেরপুর জেলার মোট জনসংখ্যা ৭ লাখ ৫৩ হাজার ৫৬ জন। এর মধ্যে পুরুষ তিন লাখ চার হাজার ৯৩ জন এবং নারী ৩ লাখ ৬৫ হাজার ২৩৭ জন। তৃতীয় লিঙ্গের হিজড়া জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২৬ জন। জেলাতে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৯৫১ জন লোক বসবাস করে। শহরাঞ্চলে জেলার মোট জনসংখ্যার ২২.৩৫ শতাংশ লোক বসবাস করে। জেলাতে মোট বস্তিবাসীর সংখ্যা ৫৭৩ জন এরমধ্যে পুরুষ ২৬৭ জন এবং নারী ৩০৬ জন। জেলাতে কোন ভাসমান জনগোষ্ঠী নেই।

জনসংখ্যার উপজেলা ভিত্তিক পরিসংখ্যানে গাংনী উপজেলার মোট জনসংখ্যা ৩ লাখ ২২ হাজার ৭০১, মেহেরপুর সদর উপজেলার মোট জনসংখ্যা ২ লাখ ৭৬ হাজার ৯০৩ জন এবং মুজিবনগর উপজেলার মোট জনসংখ্যা ১ লক্ষ ৫ হাজার ৭৫২ জন।

ধর্মভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় জেলায় মোট মুসলিম ধর্মের

অনুসারী ৬ লাখ ৯০ হাজার ৩৪৯ জন, হিন্দু ধর্মাবলির সংখ্যা মোট ৮ হাজার ৪৯৭ জন, খ্রিস্টান আছেন ৬ ৪৭৮ জন, বৌদ্ধ ধর্মীয় জনসংখ্যা ১৬ জন এবং অন্যান্য ধর্মের অনুসারী মোট ১৬ জন। জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতি হাজারে ৬৫ জন।

প্রতিবেদন বলছে, মেহেরপুর জেলায় অবিবাহিত পুরুষের সংখ্যা সংখ্যা ৯৬ হাজার৫৫২ জন এবং মোট ২ লাখ ৩৭ হাজার ৭২৫ জন পুরুষ বিবাহিত। ৩ হাজার ৭৭৫ জন বিপত্নীক , ২০ হাজার ৪০০ জন তালাকপ্রাপ্ত।

অপরদিকে জেলায় মোট অবিবাহিত নারীর সংখ্যা ৫৮ হাজার ৭৩ জন, মোট ২ লাখ ৬৫ হাজার ৮৯২ জন নারী বিবাহিত। বিধবা নারীর সংখ্যা ৩৫ হাজার ৫০১ জন এবং তালাকপ্রাপ্ত নারীর মোট সংখ্যা ৫৭ হাজার ৭০০ জন।

জরিপের ফলাফল অনুযায়ী, জেলাতে মোট সাক্ষরতার হার ৬৮.১৪ শতাংশ। ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের মধ্যে মোট ৬৩.৭৬ শতাংশ মানুষের নিজ ব্যবহারের মোবাইল ফোন রয়েছে। অন্যদিকে, ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে উল্লিখিত বয়সসীমায় ৩৫.৩৮ শতাংশ।

মোড়ক উন্মোচনে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মো: শামীম হাসান। এছাড়াও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তানভীর হাসান রুমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মুহাঃ আব্দুস সালাম আব্দুস সালাম এবং মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপ-পরিচালক মোঃ বসির উদ্দীন। এ সময় সেখানে জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক কাজী কাদের মোহাম্মদ ফজলে রাব্বি, জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ এবং জেলা ও উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাগত বক্তব্যে মেহেরপুর জেলা পরিসংখ্যান ব্যুরোর ভারপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক মোঃ বছির উদ্দিন বলেন, ‘এবারই প্রথম ডিজিটাল ভাবে জনশুমারি ও গৃহ গণনা সম্পন্ন করা হয়েছে। আমরা বর্তমানে যে সময়ে বাস করছি, সেখানে মুহূর্তেই তথ্য ও উপাত্ত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। ফলে, জনশুমারির ফলাফলে কোন অসামঞ্জস্যতা থাকলে কোন অসামঞ্জস্যতা থাকলে সেটা আলোচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে চুড়ান্ত

করা হবে।’

মেহেরপুরে সামাজিক সুরক্ষায় ডাল ও চালের ভূমিকা বিষয়ক কর্মশালা

বায়োফোর্টিফাইভ ধান সংগ্রহ এবং সামাজিক সুরক্ষায় জলবায়ু বান্ধব মসুর ডাল ও চালের ভূমিকা বিষয়ক এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

আজ বৃহস্পতিবার (২৭ জুন) বেলা বারোটার দিকে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে ও মেহেরপুর খাদ্য অধিদপ্তরের আয়োজনে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত।

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এম এম ইকবাল হোসেনের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক শামীম হাসান।

এ ছাড়াও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী নাজীব হাসান ও কৃষি প্রকৌশলী সুবল চন্দ্র মন্ডল।

এসময় বায়োফোর্টিফাইভ জিংসমৃদ্ধ ধানের উপকারিতা নিয়ে এবং ব্রি ধান ৭৪ সংগ্রহ নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও আপনি ঘরে বসে আছেন কাদের সবাই বসে আছেন এসামাজিক সুরক্ষায় জলবায়ু বান্ধব মসুর ডাল ও চালের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়। পরিকল্পিতভাবে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদন করতে সকলকে একত্রিত ভাবে কাজ করার আহ্বান জানান বক্তারা। কর্মশালায় জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত কৃষক, কৃষি মাঠকর্মী, স্বাস্থ্যকর্মীসহ খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা- কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করে।

পরে স্লাইডের মাধ্যমে প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইম্প্রেুাভড নিউট্রেশন এর কনসালটেন্ট ড. এম মনির উদ্দিন।

কর্মশালাতে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন ।

মুজিবনগরে বিজিবির অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলিসহ আটক ১

মুজিবনগরের সীমান্তবর্তি সোনাপুর গ্রাম থেকে একটি বিদেশী পিস্তুল ও ২ রাউন্ড গুলি ও এক বোতল বিদেশী মদসহ আশরাফুল ইসলাম
(৪০) নামে একজনকে আটক করেছে চুয়াডাঙ্গা ৬ বর্ডারগার্ড (বিজিবি) এর নাজিরাকোনা বিওপি ক্যাম্প।

আটক আশরাফুল ইসলাম মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের মৃত হযরত আলীর ছেলে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৭ জুন) বিকাল সাড়ে তিনটার সময় আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১০৭ এর নিকট বাংলাদেশের ৫০০ গজ অভ্যন্তর থেকে এই আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলিসহ আটক করেন তাকে বিজিবি সদস্যরা।

সোনাপুর ক্যাম্পের জুনিয়র কর্মকর্তা নায়েক সুবেদার জাকির হোসেন জানান, আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১০৭ এর নিকট বাংলাদেশ অভ্যন্তরে আগ্নেয়াস্ত্রসহ একজন অবস্থান করছেন এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালানো হয়। বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে আশরাফুল ইসলাম পালানোর চেষ্টা কালে তাকে আটক করেন বিজিবি সদস্যরা। এসময় তার কাছ থেকে একটি পিস্তল, ২ রাউন্ড গুলি, এক বোতল বিদেশী মদ, একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। পরে অস্ত্র আইনে মামলা দিয়ে মুজিবনগর থানা পুলিশের হস্তান্তর করা হয়েছে।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উজ্জ্বল দত্ত জানান, আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলিসহ আশরাফুল ইসলামকে বিজিবির পক্ষ থেকে থানায় সোপর্দ করেছে। এ ঘটনায় আগেন্য়াস্ত্র আইনে বিজিবির পক্ষ থেকে মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। আশরাফুল ইসলামকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণের প্রস্তুতি চলছে।

গাংনীতে সোঁয়া ৭ কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক কারবারী আটক

মাদক বিরোধী পৃথক দুটি অভিযান চালিয়ে সোঁয়া সাত কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

আটকরা হলেন, গাংনী উপজেলার রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের বাবর আলীর ছেলে সবুজ হোসেন (২৪) ও সাহেবনগর গ্রামের মৃত্যু ফকির আলীর ছেলে উজির আলীর।

আজ বুধবার (২৬ জুন) দুপুরে গাংনী থানায় প্রেসব্রিফিং করে জানান ওসি মো: তাজুল ইসলাম।

তিনি জানান, গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত মধ্যরাতে ভারতীয় সীমান্তবর্তি ধলা গ্রাম থেকে মাদকের একটি চালান পার হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে ধলা ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) আশরাফুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে সাড়ে ছয় কেজি গাঁজাসহ রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের সবুজকে আটক করেন। এসময় গাঁজা কারাবারের সাথে জড়িত অপর আসামি রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের মৃত্যু আবু তালেবের ছেলে সাফায়াত আলী পালিয়ে গেছে।

অপরদিকে ভবানীপুর ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) মেহেদী হাসান সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সাহেবনগর গ্রামে অভিযান চালিয়ে সোয়া ৫ শ গ্রাম গাঁজাসহ উজির আলীকে আটক করা হয়। এসময় অপর আসামি একই গ্রামের মকসেদ আলীর ছেলে মন্টু ধলা পালিয়ে যায়।

পৃথক দুটি গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় গাংনী থানা পুলিশের পক্ষ থেকে দুটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। আটক দুই মাদক কারবারীকে আজ বুধবার (২৬ জুন) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে আনসার ও ভিডিপি’র উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে সর্বজনীন পেনশন স্কিম সম্পর্কিত এক উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালের দিকে জেলা আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রশিক্ষণার্থী ব্যারাকের ক্লাসরুমে এ উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর উপজেলা প্রশিক্ষক মানিক মিয়ার সঞ্চালনায় জেলা কমান্ড্যান্ট প্রদীপ চন্দ্র দত্ত উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন।

জেলা কমান্ড্যান্ট তার বক্তব্যে বলেন, প্রধানমন্ত্রী বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে একটি টেকসই ও সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর আওতায় আনয়নে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি ২০০৮ সনের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে একটি সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতি প্রবর্তন করার বিষয়ে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করাসহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট অধিবেশনে সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতি প্রবর্তনের ঘোষণা প্রদান করেন। এর ধারাবাহিকতায় সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩ প্রণীত হয় যার অধীনে প্রধানমন্ত্রী গত ১৭ আগস্ট ২০২৩ তারিখ সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

এতে জেলা কার্যালয়সহ বিভিন্ন উপজেলার কর্মকর্তা-কর্মচারী, ইউনিয়ন/ওয়ার্ড দলনেতা-দলনেত্রী, উপজেলা/ইউনিয়ন আনসার কোম্পানি কমান্ডার ও অন্যান্য ভাতাভোগী সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য যে, এ পর্যন্ত মেহেরপুর জেলা আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ভাতাভোগী সদস্যদের মধ্যে ৭৫ জন এ স্কিমের আওতায় এসেছেন।

গাংনীতে বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের বাড়িতে তরুণীর অনশন!

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বালিয়াঘাট গ্রামে বিয়ের দাবি নিয়ে তরুণ প্রেমিকের বাড়িতে তিনদিন যাবৎ অনশনে বসেছেন কলেজ পড়ুয়া এক তরুণী।

গত শুক্রবার (২১ জুন) বামন্দী ইউনিয়নের বালিয়াঘাট ৪ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিমপাড়া এলাকার প্রেমিক জাহিদ হাসানের বাড়িতে অনশনে বসেন ওই তরুণী।

এদিকে প্রেমিকার অবস্থানের খবর পেয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে প্রেমিক জাহিদ হাসান। ঘটনাটি জানাজানি হলে গ্রামজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। অনশনরত তরুণীকে দেখতে জাহিদের বাড়িতে হাজার হাজার নারী পুরুষ উৎসুক মানুষ ভিড় জমিয়েছেন।

প্রেমিক জাহিদ হাসান গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের বালিয়াঘাট গ্রামের পশ্চিমপাড়া এলাকার মহব্বত আলীর ছেলে।

ওই তরুণী মিতা খাতুন গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের করমদি গ্রামের দারেজ উদ্দীনের মেয়ে ও গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ থেকে গত বছর ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছে।

মিতা খাতুন জানান, বিগত চার বছর পূর্বে থেকে জাহিদ হাসানের সাথে তার প্রেম চলছিল। জাহিদ হাসানের বাড়ি তার বাড়ি পাশাপাশি গ্রামে হওয়ায় প্রায় তাদের দুজনের দেখা হতো। মাঝে মাধ্যে রাতেও তাদের দুজনের দেখা সাক্ষাত হতো। জাহিদ হাসান তাকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে একাধিক দিন দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তুলেন। তরুণী জানান, এর মধ্যে আমার বিভিন্ন এলাকা থেকে বিয়ের প্রস্তাব এলেও জাহিদ সেই বিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছে। আমাকে না পেলে সে আত্মহত্যা করবে বলেও হুমকী দিতো। অনেকদিন সে মোবাইল ফোনে ভিডিও কল দিয়ে গলাই রশি পেছিয়ে আত্মহত্যারও হুমকি দিয়েছে। গত ২০ জুন তারিখ জাহিদের পরিবারের পক্ষ থেকে আমাদের বাড়িতে বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করতে যাওয়ার কথা ছিল। আমার পরিবারের লোকজন সব কিছুর আয়োজন করেছিল। কিন্তু হঠাৎ জানানো হয় বিয়ে হবে না। জাহিদের পরিবার

থেকে দেখতে যাবেনা। পরে জাহিদ আমাকে ম্যাসেজ দেই তুমি চলে এসো। নাহলে তোমার সাথে আমার পরিবারের পক্ষ থেকে বিয়ে দেবে না। তার সেই ম্যাসেজের সাড়া দিতেই আমি আমার পরিবারের সব কিছু ত্যাগ করে তাকে পাওয়ার জন্য চলে এসেছি। আমি জাহিদের বাড়িতে আসার পরপরই তার মা ও পরিবারের অন্য সদস্য মিলে জাহিদকে সরিয়ে রেখেছেন। আমি জাহিদকে না পেলে এই সমাজে মুখ দেখাতে পারবোনা। আমি তার সাথে সংসার পাততে চাই। জাহিদ আমাকে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে গিয়ে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে একাধিকবার আমার সাথে শারীরিক সম্পর্ক করেছেন। আমি এখানে চলে আসার পর থেকেই জাহিদ ও তার পরিবারের লোকজন তালবাহানা শুরু করেন। পরে আমি বাধ্য হয়েই বিয়ের দাবি নিয়ে জাহিদের বাড়িতে অবস্থান নিয়েছি। আমি জাহিদকে না পেলে এই বাড়িতেই আত্মহত্যা করবো।

এদিকে তরুণীর অবস্থানের পর জাহিদ হাসানের বাবা মহব্বত আলী তাকে মেনে নিতে চাইলেও জাহিদের মা জান্নাতুল খাতুন ও তার খালু বামন্দীর আব্দুল রশিদ তালবাহানা করে তাকে বাড়ি থেকে সরিয়ে রেখেছে।

জাহিদের মা জান্নাতুল খাতুন বলেন, এই মেয়ে আমার বাড়িতে আসার পরপরই আমার ছেলে বাড়ি ছেলে পালিয়েছে। আমি এই মেয়েকে মেনে নিতে পারবোনা। তাছাড়া আমার ছেলেই তো এখন পলাতক বিয়ে দেবো কার সাথে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন প্রতিবেশী জানান, জাহিদ ও তার বাবা ওই তরুণীকে মেনে নিতে চাইলেও তার মা এবং খালা খালু মেনে নিতে পারছেন না। অবস্থানরত ওই তরুণীর গায়ে আলকুশি দেবে বলেও হুমকী দিয়েছেন আব্দুর রশিদের স্ত্রী জয়নব খাতুন।

বামন্দী ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের সদস্য (মেম্বর) আসাদুল ইসলাম বলেন, বিষয়টি নিয়ে গত তিনদিন এলাকার মানুষ ভীড় জমাচ্ছে ওই বাড়িতে। আমি নিজেও বেশ কয়েকবার গেছি এটি নিয়ে সমাধান করার জন্য। ওই তরুণীকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। সে ওই বাড়ি থেকে বের হবেনা। এছাড়া পরিবারের লোকজনকেও বোঝানোর চেষ্টা করেছি বিয়ে দিয়ে দিতে। তারাও মেয়েটিকে মেনে নিচ্ছেন না। তারপরেও আজ সোমবার (২৪ জুন) সন্ধ্যায় বিষয়টি এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে সমাধানের জন্য বসা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম জানান,

ঘটনাটি শুনার পর ওই তরুণীকে বোঝানোর জন্য আমি নিজে ঘটনাস্থলে গেছি। সে এখন বিয়ে ছাড়া ওখান থেকে উঠবে না। আমিতো তাকে জোর করে কিছু করতে গেলে সে অন্য কোনো কিছু করে ফেললে এই দায় কে নেবে। যে কারনে আমি আপাতত ওই তরুণীর নিরাপত্তার জন্য দুজন নারী পুলিশ কনেস্টবল রেখেছি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইসচেয়ারম্যানদের বরণ

আনন্দ ঘন পরিবেশে ফুলেল শুভেচ্ছা দিয়ে বরণ করে নেয়া হলো ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন ২০২৪ এ নির্বাচিত গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইসচেয়ারম্যানদের।

আজ সোমবার (২৪ জুন) সকাল সাড়ে ১১ টার সময় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাকক্ষে তাদের বরণ করে নেই উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা পরিষদ।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য ডাক্তার এএসএম নাজমুল হক সাগর।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নবনির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক, উপজেলা ভাইসচেয়ারম্যান মো: ফারুক হাসান, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মোছা: নাছিমা খাতুন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও সাংস্কৃতিক সংগঠক সিরাজুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা সাইদউর রহমান, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মুনতাজ

আলী, গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি সালাহউদ্দিন শাওন, গাংনী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পারভেজ সাজ্জাদ রাজা, গাংনী উপজেলা শ্রমিকলীগের সভাপতি জিয়াউদ্দিন প্রমুখ।

বরণ অনুষ্ঠানে মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য ডাক্তার এএসএম নাজমুল হক সাগর, নবনির্বাচিত উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক, ভাইসচেয়ারম্যান ফারুক হাসান ও মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান মোছা: নাছিমা খাতুনকে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেন।

এর আগে এমপি এএসএম নাজমুল হক সাগর, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক, ভাইসচেয়ারম্যান ফারুক হাসান ও মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান নাছিমা খাতুনের নামে উপজেলায় তিন বৃক্ষ রোপণ করা হয়।

বক্তার নবনির্বাচিত উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইসচেয়ারম্যানদের কাছে শান্তিপূর্ণ ও স্মার্ট গাংনী উপজেলা গড়ে তোলার প্রত্যাশা করেন।

মেহেরপুরে আ.লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করেছে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগ।

আজ রবিবার বিকেলে জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ভার্চুয়ালি আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

এসময় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য ডা: নাজমুল হক সাগর, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, যুগ্ম

সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন, আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাড পল্লব ভট্টাচার্য, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু,শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুল, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বারাদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম মোমিন প্রমুখ।

এছাড়াও এসময় ইউপি চেয়ারম্যান শাহজাহান, সেলিম রেজা, মতিউর রহমান মতিন, কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আক্তার, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন, জেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক রুতশোভা মন্ডল, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।